দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি জনৈতিক সরকারগুলোর কাছে বেশ স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। ই থেকে এটি চাপা পড়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো গনো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বেতন খাতকে স্পর্শ না করেও অন্য তে কিছুকিছু ফি প্রবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় কিছুটা লও বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এসব আয় বৃদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট য়ে তেমন বড় ধরনের কোনো ভূমিকা রাখার মতো নয়। ছাত্র তন খাতকে স্পর্শ করার উদ্যোগ করা হলেই ছাত্র সংগঠন ও াজনৈতিক দলগুলো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার চেষ্টা করে। ধ্যবিত্তের মানসিকতাকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুর, ান্দোলন ইত্যাদি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে াজনৈতিক দল থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র বতনের ইস্যুটিকে নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে ায়। ১৯৯৮ সালে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হলে ছাত্রদল, াত্র শিবির, বিএনপি, জামায়াতসহ সকল ছাত্র ও রাজনৈতিক লই বিষয়টিকে ইস্যু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেশে সরকার বিরোধী ান্দোলন জোরদার করতে চেষ্টা করেছিল। সে কারণে সরকার ঐ পথে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেয়নি। এবার ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ সে ধরনের কোন চেষ্টা করবে কিনা, করলেও সফল হবে কিনা জানি না। তবে বিরোধী দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করার বিষয়টিকে ইস্যু করে আন্দোলন জোরদার করার আশংকা থেকেই সরকারগুলো ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়গুলোকে অতীতে স্থগিত করে রেখে দিয়েছে। এখন এটি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করতে গেলেই নানা সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তৈরি হবে। ১২ টাকার বেতন একধাপে কতো আর বাড়ানো যাবে? সাধারণ এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দেওয়া যায়। চট করে তা দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি যাই বাড়ানো হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে ব্যাপক আর্থিক সংকট এবং চাহিদা রয়েছে তা পূরণে তেমন কোনো প্রাণোদনা দেবে বলে মনে হয় না। এর চাইতে বেশি বৃদ্ধি করতে গেলে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হবে না। যদি আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বেতন ৫০০ টাকা বা ১০০০ টাকা নির্ধারিত হতো– তা হলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তি হতে পারতো না, কিংবা ভর্তি হতো না। কিন্তু যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রবেতন, সিট ভাড়া কম- তাই সবকিছু হিসেব-নিকেশ করেই অনেক গরীব, নিম্নবিত্তের ঘরের ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সুতরাং এ মুহূর্তে তাদের ওপর চাপ কতখানি বাড়ানো যাবে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা কতখানি রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটিও বিবেচ্য বিষয়। অপরদিকে শতকরা ৯৮ ভাগ ব্যয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে কতদিন টিকে থাকতে পারবে– বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় সেটিও দেখার বিষয়, বিবেচনার বিষয়। অধিকন্তু সরকারের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক নির্ভরশীলতা এগুলোর স্বায়ত্তশাসনকেও বেশ দুর্বল করে দিয়েছে, সরকার ক্রমেই এগুলোর ওপর দলীয় দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধি করার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় ও রাজনৈতিক দস্যুতা এবং দুর্বৃত্তায়ন ঘটতে শুরু করেছে। দলীয় প্রভাব একচ্ছত্র হচ্ছে ছাত্রাবাস হলগুলোতে, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দানে। এর ফলে মেধার বিকাশ প্রত্যাশিত মানে ঘটছে না, ক্রমেই তা শূন্যের কোঠায় নেমে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা, ব্যবহারিক শিক্ষা-জ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা, সুস্থ শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ এখন প্রায় উঠেই যেতে বসেছে। এগুলো ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নামের তাৎপর্যই অর্থহীন, গুরুত্বহীন– এক কথায় অবান্তর হয়ে পড়ে। আজকের দুনিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানুষকে দক্ষতা, জ্ঞানচর্চা, মেধা ও মননে যে স্তরে উন্নীত করার আয়োজনে সমৃদ্ধ হয় তার ধারে-কাছেও যদি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উন্নীত করতে না পারি তা হলে এগুলো একদিন এমনিতেই বন্ধ করে দেয়ার কথা উঠতে পারে। এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে কিন্তু গবেষণা হচ্ছে না, আধুনিক মানসম্মত জ্ঞানচর্চা হচ্ছে না, যুগের জ্ঞান, মেধা, দর্শন ও দক্ষতাকে অর্জন করা যাচ্ছে না। ফলে তেমন কাজে লাগছে না অধীত অনেক শিক্ষাই, তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রীধারী অনেকেই, অধিকন্তু দেশে সৃষ্টি হচ্ছে অসংখ্য বেকার। এও এক মস্তবড় আপাত-বিরোধী সমস্যার বাস্তবতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাস্তবতায় উচ্চতর দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারছে না। এগুলোকে পড়ে থাকতে হচ্ছে পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও পাঠক্রমে। এগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন মূলত অপেক্ষাকৃত কম একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাই তাদের অনেকের মধ্যে দারুণভাবে অনুপস্থিত। সুতরাং দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন বহুমুখী সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। সরকারের ওপর এগুলোর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ক্রমেই জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে উত্তরণের পথ বেশ কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে সেই সমস্যাসংকুল পথ থেকে উত্তরণের উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করবে, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে, এমন বাস্তবতা তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। এখন ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা, না করা দু'টোই নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করবে। তারপরও সমাধানের অজানা পথকে উন্মুক্ত করতে হবে সকলেরই স্বার্থে, দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে।

[লেখক :অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়]